দৈনিক জনকণ্ঠ

12

তারিখ ... ... DEC 22 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6...

সরকারী স্কুলগুলোতে চলছে ভর্তিযুদ্ধ ॥ অভিভাবকদের উদ্বেগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলোতে এখন শেষ হলো ভর্তিযুদ্ধ চলছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন সরকারী স্কুলগুলোতে। গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের সামনে বসে কথা হলো অভিভাবক মাহবুবুর রহমানের সাথে। তিনি বলেন, এবছর ভর্তি করাতে না পারলে আমার ছেলের এক বছর নষ্ট

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সরকারী স্কুলগুলোতে (প্রথম পাতার পর)

হয়ে যাবে। তাই কোচিংয়ে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে ওকে প্রস্তুত করেছি। আশা করি সফল হবে। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার পাশাপাশি নানা উপায়ে ভর্তিযুদ্ধে সফল হওয়ার চেষ্টা করছেন অভিভাবকগণ। ল্যাবরেটরী স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, আমাদের কাছে দীর্ঘদিন আগে থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে তদ্বির আসতে শুরু করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ তদ্বির আসছে তা রক্ষা করতে গেলে মেধা তালিকা থেকে আর ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে বসে কথা হয় অভিভাবিকা মনিরা আক্তারের সাথে। তিনি বলেন, একটি বেসরকারী স্কুলে আমার ছেলেকে ভর্তি করে রেখেছি। তারপরও সরকারী স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য এখানে ফরম নিতে এসেছি। তিনি জানান, আরও দু'তিনটি নামকরা স্কুলের ফরম তিনি কিনেছেন। এভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এখন দিন কাটছে রাজধানীর অভিভাবকদের। বিভিন্ন স্কুলে তাঁরা ছুটছেন ভর্তি ফরম কেনার জন্য। সরকারী স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে গত ১৮ ডিসেম্বর, চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর। চলতি বছর প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর মোট আসন সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ সরকারী নীতিমালা অনুসারে স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে পূরণ করতে হবে। রাজধানীতে সরকারী স্কুল ২৪টি হলেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ৪/৫টি স্কুলে। সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ২৪টি স্কুলকে তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'ভুক্ত গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গবঃ গার্লস হাই স্কুল, ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ডিসেম্বর। ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ 'বি'ভুক্ত ৮টি স্কুলের পরীক্ষা। এগুলো হচ্ছে মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গবঃ মুসলিম হাই স্কুল, বাংলাবাজার সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ স্কুল শাখা, ধানমণ্ডি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ 'সি'ভুক্ত ৮টি স্কুলের পরীক্ষা। স্কুলগুলো হচ্ছে ধানমণ্ডি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নিসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল, কামরুন্নিসা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (টিকাটুলী), গণভবন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারী বালক বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। গত বছরের চেয়ে এ বছর প্রায় দু'সপ্তাহ এগিয়ে আনা হয়েছে এ ভর্তি প্রক্রিয়া। গত বছর সরকারী স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হয় ২ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। ভর্তি ফরম বিতরণের পরপরই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস শুরু হয় ২৭ জানুয়ারি থেকে। এ বছর প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হবে। চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা রচনামূলক। উত্তরপত্র স্কুল থেকে সরবরাহ করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হবে দুটি বিষয়ে, মোট ১০০ নম্বরের। এর মধ্যে বাংলায় ৫০ ও গণিতে ৫০। তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা হবে তিনটি বিষয়ে, মোট নম্বর ১০০। এর মধ্যে বাংলা ৩০, ইংরেজী ৩০ ও গণিতে ৪০। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা বেলা দেড়টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষার পর তিন দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে।